তৃতীয় ঝিযুদ্ধ

এ এক তন্ত্রের কাল, মদে ভাসছে বাংলাদেশ, পশ্চাচারী
রাগী মানুষেরা দুমদাম মেরে দিচ্ছে মানুষ---
ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে উপচে পড়ছে অস্ত্রের ঢেউ,
ব্যাবহার করো, বাণিজ্য বাড়াও মন্ত্রে মেধার বিস্ফোরণ--
পরের ল্যাজে পা পড়লে তুলো পানা ঠেকে, নিজের ল্যাজে
পা পড়লে বাপ্ বাপ্ বলে --- বাপ্ - বাপ্ ছুটে আসছে
ক্ষ্যাপা জানোয়ার রূপ, --- ওদের ল্যাজ কামড়ে দিয়েছে কেউ,
ছুট ছুট্ উড়ন্ত অস্ত্রাগার, ধাতবপাখিদের ডানায় ডানায় আগুনের গোলা
পতনের শব্দ, ছিন্ন ভিন্ন মানুষের টুকরো টুকরো মাংসের পাশে
হাসিহাসি কথা বলে আফিমের ফুল, আহা, বাহারী কুসুম, থ্যাৎলানো
কচিকাঁচাদের ফুলেলা মুখগুলি দেখে দেখেও কারা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়,
গলায় ঢালে মদ -- জ্ঞানগর্ভ লেকচারে ফেটে যাচ্ছে
মিড়িয়ার ছোটো পর্দা, পৃথিবীর একা বড়দা রেগে গেছে খুব
--- এর নাম তৃতীয় ঝিযুদ্ধ, আঘোষিত, --কে যে কার শত্রু
কেউ জানে না, কে যে কাকে তুলে নিয়ে যাবে কেউ জানে না,
কে যে কাকে মেরে দেবে, জ্বালিয়ে দেবে ঘর অফিস কারখানা
কেউ জানে নাস কেউ জানে না কে যে কখন ফাটিয়ে দেবে
কঠিনতম ব্যূহ - বেড়াজাল,
মুঠোতে প্রাণ নিয়ে বাজারে যাচ্ছেন মা- মণির বাবা, কাকা,
মুঠোতে প্রাণ নিয়ে বরযাত্রী যাচ্ছে পাশের বাড়ির লোকজন
মুঠোতে প্রাণ নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে ছেলেমেয়ের দল,
গান গাইছে শিল্পী, খেলছে খেলোয়াড়, অভিনেতা অভিনেত্রী
অভিনয় করছে, মুঠোতে প্রাণ নিয়ে লাঠি হাতে পাহারা
দিচ্ছে পুলিশ, বাস - ট্রেন চালাচ্ছে ড্রাইভার ---,
মায়াবী বিজ্ঞাপনে সতর্কতা--- দেখে বসুন,
আপনার সীটের নীচে বোমা থাকতে পারে,
পাবলিকের হাতে এতো আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র এলো কি করে,
কেন এলো--- কেউ জানে না ---
আমার পড়ার ঘর আজ যুদ্ধক্ষেত্র
আমাদের বাসর ঘর যুদ্ধক্ষেত্র
আমাদের শান্তির ঘরদুয়ার যুদ্ধক্ষেত্র
আমাদের সবজিবাগান, ধানের নাঠ, লাইব্রেরীর র‍্যাক
আমাদের রাজপথ, অলিগলি, ধর্মস্থান, সাধনপীঠ
আমাদের ধ্যানের আসন যুদ্ধক্ষেত্র

আমাদের প্রেম, আড্ডার জায়গা, চায়ের দোকান,
আমাদের ওয়েবসাইট, কমপিউটার, স্বপ্নের বাগান,
আমাদের পীর-পাঞ্জাল, দেহস্থান, হিমালয়ের মাথা
---আজ যুদ্ধক্ষেত্র

না, চেচানিয়া, অ্যালজিরিয়া, দুবাই, ইসলামাবাদ, আমেরিকা
থেকে পিকাসোর সাদা পায়রা হয়ে উড়ে আসার কোনো খবর নেই।

তবে কি ঘরে ঘরে এ. কে. সেভেন্‌টিটু পৌঁছে দেয়া হবে...???
প্রত্যেক বাড়ির সামনে ডাঁই করে রাখা হবে বালির বস্তা
অপলক চেয়ে থাকবে আগ্নেয় অস্ত্র হাতে নিখুঁত নিশানী
গৃহবধূ বালক বালিকা, পোড়-খাওয়া রাজনৈতিক নেতা---???
আর কতো রক্তপাত হবে, মাটি আর কতো রক্ত খাবে...?

অথচ রোজ রোজ ভোর হয়, শিশিরের শব্দ ওঠে,
গান গায় পাখি, দরকচামারকা নদীটিও বয়ে নিজের মতন,

অজানা অচিনপুরে অচিন কমপিউটারের বোতামে
আঙুল রেখে যদি কেউ বসে থাকো একা---
এখনও আঙ্গুল ওঠাও, সাবধান
আমরা কেউ -ই এ যুদ্ধ চাইছি না
আমরাও আছি
ঈশ্বর বা শয়তান ...

অণকুমার চক্রবর্তী

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com